R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে
বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ
জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির
জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই চৈত্র, ১৪১৮।
২৮শে মার্চ ২০১২ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ফরাক্কা ব্যারেজ ও ভাগীরথীর ভবিষ্যৎ

সাধন দাস : ১৯৫৬ সালে সেন্ট্রাল পাওয়ার অ্যাণ্ড ওয়াটার কমিশন যখন ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের নকশা তৈরী করে, তখন গঙ্গানদী ছিল পরিপূর্ণা, জলবতী। ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে ফরাক্কা পরিদর্শন করে ওই বাঁধ নির্মাণের সুপারিশ করেন। কিন্তু অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পটি যে এভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে, তা বোধহয় সেদিন কারও মনে হয়নি। বর্ষা ছাড়া বছরের অন্য সময়ে গঙ্গার মূল জলধারা পদ্মা বেয়ে বাংলাদেশে চলে যেত বলে ভাগীরথী শুকিয়ে যেত। মনে পড়ে, ষাটের দশকে আমরা বছরে ৯ মাস পায়ে হেঁটে ভাগীরথী পার হতাম।

ভাগীরথীকে সারা বছর 'প্রবাহিনী' রেখে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্য এই প্রকল্পের পরিকল্পনা। সেইজন্য ফরাক্কা থেকে আহিরণ ব্যারেজ (পোশাকী নাম জঙ্গিপুর ব্যারেজ) পর্যন্ত সাড়ে ৪২ কিলোমিটার ফিডার ক্যানেল (৭৬ মিটার প্রশস্ত) কেটে ফরাক্কার জলকপাট (প্রতিটি কপাট ২৮.২৯ (শেষ পাতায়)

খড়খড়ি নিয়ে সংবাদ আগামী সপ্তাহে

সাব রেজিষ্ট্রারের দুর্নীতি নিয়ে এলাকা সরব

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির সাব রেজিষ্ট্রারের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারে এলাকার মানুষ রীতিমত ক্ষুব্ধ। ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের কাছ থেকেই প্রকাশ্যে নাকি টাকা চান। একটা বেপরোয়া ভাব। নাম শিশির বেরা। অল্প বয়স্ক। জঙ্গলমহল থেকে এলেও মনে বিপ্লবের কোন রঙ নেই। ব্যবহারও মার্জিত নয়। তার এই দুর্নীতির কথা এলাকায় চাউর হলেও জেলা রেজিষ্ট্রার কিছুই করছেন না বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে ভিজিলেন্স তদন্ত দাবী করছে স্থানীয় জনগণ।

হেরোইন পাচারকারীরা এখন সমাজের মাথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের শেখালীপুর বা লালগোলা ব্লকের ময়া-পণ্ডিতপুর বা তার আশপাশ এলাকায় পদ্মার নির্জন চরে এখনও পোস্ত চাষ হয়ে থাকে বলে খবর। যার সুবাদে লালগোলার অনেক গ্রামে হেরোইন তৈরী আজ কুটির শিল্পের রূপ নিয়েছে। লালগোলা বা তার পার্শ্ববর্তী বর্ডারগুলো দিয়ে বি.এস.এফ-কে হাত করে মেয়ে পাচার, গরু-মোষ পাচার থেকে সোনা, জাল নোট, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সব কিছুই লেনদেন চলে। বর্তমানে সেখানে সব কিছুকে পেছনে ফেলে হেরোইন প্রাধান্য পেয়েছে। এক সময় যারা হেরোইনের পাচারকারী ছিল, আজ তারা হেরোইনের দৌলতে প্রভাবশালী অর্থবান ব্যক্তি। টাকার ভারে কেউ বা নেতা, কেউ হোটেল বা ইটভাটার মালিক- (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর শহর এলাকায় ভাগীরথীতে বিশাল ফাটল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহাবীরতলা ফেরীঘাট থেকে কলেজ ঘাট পর্যন্ত ভাগীরথীর পারে এক বিশাল ফাটল সৃষ্টি হওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, খরা মরশুমে নদীতে জল কমার সময় মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় পদ্মা বা ভাগীরথীতে ভাঙন বরাবরই দেখা দেয়। কিন্তু এখানে ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকা জুড়ে রয়েছে স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরী-পার্ক, টোল অফিস ছাড়া বহু বসত বাড়ী। এই এলাকায় ভাঙন শুরু হলে জঙ্গিপুরের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা। জঙ্গিপুরের সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী প্রথমবার দাড়িয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রথমেই ছিল এলাকার ভাঙন প্রতিরোধের আশ্বাস। অন্যদিকে স্থানীয় সেচ দপ্তরের কর্তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। ভাঙন প্রতিরোধের দাবীতে সিটু ও কৃষকসভা ১৯ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ সেচ দপ্তরে দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধের দাবীতে ডেপুটেশন দেয়। বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি সেচ দপ্তরকে বিদ্রূপ করে বলেন – বিগত বামফ্রন্ট সরকার শ্রীধরপুর থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত ভাঙন প্রতিরোধের টাকা বরাদ্দ করেছিল। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য কাজ শুরু হয়নি। অথচ সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলছেন কোন টাকা নেই। মৃগাঙ্ক বলেন – বর্ষার আগে জঙ্গিপুরে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু না হলে বামপন্থীরা বৃহৎ আন্দোলনে নামবে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই চৈত্র বুধবার, ১৪১৮

অভাব ঘুচিল কই !

স্বাধীনতার পর চৌষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর কাল হইতে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হইল, তবুও অর্থ-নৈতিক উন্নতি এমন কিছু এখনও লক্ষ্য করা গেল না। দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত না হইয়া বরং আরও ঘনীভূত হইতেছে। তবে এইটুকু বেশ বোঝা যাইতেছে যে ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, দরিদ্র ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আরও প্রকট হইয়াছে। আমাদের কোন সরকার আমাদের অভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই। এখনও আমাদের সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন। আজও আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত। চাউলের দাম বা প্রধান খাদ্যশস্যের দাম দিন দিন উর্ধ্বমুখী। জলাভাব তীব্র। এখনও ভারতের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। চিকিৎসার অভাব এখনও আমাদের দেশে প্রবল। যদ্যপি দিকে দিকে ঢক্কা নিনাদে নূতন নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারকুল হাসপাতালের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু হাসপাতালেই প্রয়োজন মত ঔষধ, পথ্য, স্যালাইন প্রভৃতি সরবরাহ হইতেছে না। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর আধিক্য বৃদ্ধির ফলে সরকারী অর্থ রোগীর সেবায় নিয়োজিত না হইয়া কর্মীদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অভাব আর অভাব। দাদাঠাকুরের মত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, শুধু ইচ্ছাই বা বলি কেন বলিতে বাধ্য হইতেছি – মা, আমাদের অভাবের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।'

আলোর কথা উঠিতেই মানসে ভাসিয়া উঠিল একবিংশ শতকের আগমন সত্বেও আমাদের দেশের অন্ধকার ঘুচিল না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাবলম্বী হইল না। লোড শেডিং এর প্রবল দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। দাদাঠাকুর পরাধীনতার গ্লানিযুক্ত যুগে বলিয়াছেন – আমাদের ক্রমাগত ও কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। দাদাঠাকুর জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য অন্ন নয়, প্রতারণার প্রবঞ্চনার কদর্যান্ন নয়, ভিক্ষালব্ধ অন্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন, স্বাবলম্বনের অমৃত ভোগ, – 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার' মোটা ভাত, মোটা কাপড়। আমরা প্রাণ চাই। যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের সুখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। বল ও স্বাস্থ্য চাই। নির্যাতন নিপীড়নের সামর্থ নয় – কর্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও আমাদের প্রার্থিত কোন কিছুই পাইলাম না। মরণপণ সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জিত হইল সে স্বাধীনতা আমাদের সমাজজীবন হইতে আজও অভাবের রাহু মুক্তি ঘটাইতে পারিল না। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

।। দিল বচ্ পন্ ।।

অনুপ ঘোষাল

কারো বয়েস জিগ্যেস করা অভদ্রতা। মেয়েরা তো রীতিমত অপমান বোধ করেন আর পুরুষও এ প্রশ্নে কম অস্বস্তিতে পড়েন না। নিজের বয়েস লুকোন না, এমন মানুষ আর কটা !

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর। অপ্রতিরোধ্য তার গতি। হৈ হৈ করে সময় পিছলে পালাচ্ছে। শিশু থেকে বালক – ট্যাঁ থেকে ভ্যাঁ, বালক হচ্ছে কিশোর – নাকের নিচে নরম প্রজাপতি, কৈশোর ফুরিয়ে প্রখর যৌবন – দো চিজ্ বঢ়ি হ্যায় মস্ত মস্ত, যৌবন থেকে লাফ মেরে প্রৌঢ়ত্ব – জুলফির রুপোলি চুল কটাকে উপড়ে না ফেললে সামলানো যাচ্ছে না ; তারপর বার্দ্ধক্য – সব সাদা, শান্তি। বলহরি হরিবোল। বেড়ে খেল্ দুনিয়ার !

যৌবনকে মানুষ ভালবাসে। প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্যকে বড় ভয়। মানুষ বুড়োতে চায় না ; চাই না বলে মাথা খুঁড়লেও সময় হতচ্ছাড়া তো থামে না, ছুটছে তো ছুটছেই। চোখে চাল্শে ধরে, চুলের রঙ বদলায়, চিকন চামড়ায় ঈশ্বরধোপা খাসা, 'গিলে' করে দেন। দাদা থেকে কাকু। সেই কাকু থেকে জেঠু-মামু নয়, হঠাৎ একদিন পথঘাটের ছোকরার কণ্ঠে 'দাদু' ডাকে কেঁপে ওঠে বুকের ভেতর। হয়ে এল হে, তৈরী হয়ে নাও !

মামদোবাজি, তৈরী হয়ে নাও বললেই হল ? মানুষ হাল ছাড়ে না সহজে। চুলে চাপে রঙ, দাঁত বাঁধাই হয়। হাতের চামড়ায় 'গিলে' ঢাকতে ফুলহাতা পাঞ্জাবিতে 'গিলে' করে আতর চাপিয়ে দেন। শখের গোঁফটি কাঁচা-পাকায় ফিফ্টি-ফিফ্টি হতেই মুড়িয়ে সাফ। ক্লিন-শেভড্ চকচকে বাবু। বয়েস শুধোলে ঢোঁক গিলে বলেন, 'দূর ময়, কী যে বলেন ! এই তো চল্লিশ পেরোলুম !' একচল্লিশেও চল্লিশ পার, আর পঞ্চাশেও 'চল্লিশ পেরোলুম' বললে – কী আর মিথ্যেটা বলা হল ? বউ বললে, ঢং ! বুড়োতে চলল, এখনও শখ গেল না, শখ বলে কথা, গেলেই হল ? তোমার কাছে বুড়ো-হাবড়া, দাঁত খুলে আদর করতে গেলে সোহাগ ফসকে যায় ? কিন্তু বাইরে ? ঘরের বাইরেও তো একটা দুনিয়া আছে। রঙিন পৃথিবী। সেখানে বসন্তের হিল্লোল বারো মাস। সেই বাইরের জগৎটায় মানুষ বুড়োতে যাবে কোন আক্কেলে ? মনোহারির দোকানদার জানালেন – অল্প বয়েসে যাদের চুল পেকে যাচ্ছে তারা কলপ কিনছে না। চামড়ার টানে বয়েসটা তো সত্যিই বুড়িয়ে যাচ্ছে না তাদের ! তাদের অত মাথাব্যথা নেই। যত 'হেয়ার-ডাই' এর ক্রেতা ষাট ছুঁই ছুঁই 'দিল্ বচ্ পন্' বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বুড়ো না হলে কেউ কলপ কেনন না। 'উম্র্ পচপন্' এ 'দিল বচ পন্' রাখার জন্য রঙ চাই ভিতরে বাইরে। শুধু চুল রঙ নয়, একটু চিকন জামাকাপড়, ফুরফুরে এসেন্স, দুবেলা ক্লিন শেভ, ঠোঁটে দু'কলি হিন্দি ফিল্মের হুনহুন .... । যৌবনকে জাপ্টে ধরে রাখব। বউ বুড়ো হাবড়া বলে চিল্লিয়ে গলা ফাটাক, বাজারে দাম কমাব কেন ?

চুলে টাটকা কলপ চাপিয়ে, ফুলছাপ গেঞ্জিতে চমকে চোখের কোণায় ফ্যাশনেবল যুবতীটির দিকে নজর ছোঁয়াতেই মেয়েটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে, 'জ্যাঠামশাই, চিনতে

(পরের পাতায়)

আমিই

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ওহে সাবধান, সাবধান হও এখনই
কখন কি বলতে হবে শিখে নাও এখনই।
কোন দিকে সূর্য আর কোন দিকে জনগণ
উঠবে কি বসবে, হাসবে কি কাঁদবে
ঠিক হবে তখনই, বলা হবে যখনই।
নিয়ম কানুন তৈরী যা আছে থাক
হতেও পারে তৈরী অন্য কোন নিয়ম –
যখন যা প্রয়োজন – সময় সুযোগ মতন !
সাবধান, নিয়ম আমরাই তৈরী করি।।
অদরকারী কঙ্কাল দরকার নেইকো খোঁজার
ওসব – বিগ্রেড থেকে নন্দীগ্রাম, কিমবা
এক্সপ্রেস ওয়েতে চোদ্দো দিন – ওসব
অন্যরকম দিন ....
সাজানো ঘটনা যেন ডাকের সাজের মতন।
তবু ইচ্ছে হয় টুকরো টুকরো করে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই এখানে ওখানে –
আর দু'এক টুকরো ছুঁড়ে দিই,
সাজ-সজ্জার উৎস যেখানে।
সাবধান-সাবধান হও এখনই,
কখন কি করবে – আর কেনই বা করবে ?
ঠিক করে দেয়া হবে – আলগোছে তাই
সরিয়ে রাখো, চেতনা-বুদ্ধি-বিবেক ও মেধা।
কষ্টকল্প কোন মার্কিন কনসেপ্ট নয়
তাইতো বশ্যতা স্বীকারে এত দ্বিধা !
বঙ্গের বাহাদুরী আর রেলের মাশুল
ঋণ বিভ্রাটে সমবায় মহাজনী উশুল।
আমিই বাতলে দেবো কোনটা হল ভেক্
আর কোনটাই বা নিরঙ্কুশ সাবেক !
আমাতে স্বপ্নের শুরু, আমাতেই হয়তো শেষ
আমিই করেছি ইতিহাস – আমাতেই
হয়তো ইতিহাস ; কালের কেতন।
জনতা জনার্দন জানে সব, বোঝে সবকিছু
ধর্ষিত ধর্ষণ বা সাংবাদিকের সংবাদ নিগ্রহ
করছে কালক্রমে স্মৃতির কোঠরে যতন।
সাজানো তবুও আমাতে আমিত্বের চরম
আমি – আমি একা, একম্ অদ্বিতীয়ম।।

দিল বচ্ পন্

(২য় পাতার পর)

পারেননি ? আমি ভুবন মিত্তিরের মেয়ে মিলি !' ভুবন, মানে ছেলেবেলার সেই বন্ধু। খুকিটা এত বড় হয়ে গেছে ? ছিঃ ছিঃ ! এতগুলো বছর গড়িয়ে গেল কোন ফাঁকে ! চাবুক খেয়ে অমুকবাবু চুলে রঙ কেনা ছাড়লেন। সংসারে মাসে দু'শিশির দাম কয়েকশো টাকা সাশ্রয়। দুবলা স্ত্রীর জন্য দু'বেলা দুধ বরাদ্দ করা গেল।

বয়েস হঠাৎ কমে যায় কারো কারো। নানা কারণে। ঠিক বয়েসে বিয়ে না হলে কিংবা আচমকা বউ মরে গেলে দুমদাম করে বয়েস কমতে থাকে। 'এই যে সেদিন বল্লেন সাঁইত্রিশ, আর গিন্নী চোখ বুজতেই বত্রিশ বনে গেলেন ? এক ধাক্কায় পিছন পানে পাঁচটি বছর লাফ ?' জুলফির পাক ঢেকে বিপত্নীক বলেন, 'বাইশ বলিনি, এই তোমার বাপের ভাগ্যি। বাজে কথা খর্চা না করে কনে খোঁজো !'

মেয়েদের বয়স অমন না কমলেও বাড়তে চায় না কিছুতেই। নায়িকাটি ফিল্মে যেদিন এলেন সেদিনও তেইশ আর যেদিন রোল্ না পেতে পেতে রিটায়ার করলেন সেদিনও তেইশ। প্রেস কনফারেন্সে জানালেন, মাত্র তেইশেই অভিনয় ছেড়ে প্রযোজনায় চলে যাচ্ছেন। সাংবাদিকরা হায় হায় করে জিজ্ঞেস করল, 'দু যুগ আগে তবে ক'বছর বয়েসে অভিনয়ে এসেছিলেন ?' উত্তরে ভ্রু নাচিয়ে নায়িকা বল্লেন, 'দু যুগ...মানে চব্বিশ বছর, ও। যখন প্রথম নায়িকা হিসাবে ফিল্মে আসি তখন আমার জন্মই হয়নি। তেইশ থেকে চব্বিশ বিয়োগ করলে তাই দাঁড়ায়। যত বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন ; এমন করলে ইন্টারভিউ দেব না।'

এক ভদ্রলোক খবর নিয়ে জানতে পারলেন, সাত বছর আগে বড় পুত্রের জন্য যে মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলেন, তার এখনও বিয়ে হয়নি। শুনে দুঃখ হল। আর একটি বয়স্ক পাত্রের বাপকে ধরে নিয়ে গেলেন সেখানে, ভাবলেন মানিয়ে যাবে। কন্যার পিতাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'মেয়ের বয়স কত হল ?' তিনি মুখস্থ আওড়ে দিলেন, 'সাতাশ'। 'সে কি মশাই, সাত বছর আগেও তো বল্লেন সাতাশ !' আকর্ণ হেসে মেয়ের বাপ বল্লেন, 'ভদ্দরলোকের এক কথা।' জীবনে কোথাও কথা রাখতে পারেন না বলে ভদ্রলোকের দুর্নাম ছিল। তাই মেয়ের বয়সের কথাটা নড়চড় করেন না।

আমিন : তরুণ সরকার

Govt. of India - E.S.A.-Regd.No.159

সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যানের জন্য যোগাযোগ করুন।

মোবাইল নং-৯৭৭৫৪৩৯৯২২

গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা) পোঃ-জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

তাই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

☞ SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.

☞ SEA GREENAGE BUILDCON (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.

☞ SAMPARK WELFARE TRUST

Regg. Off - Bijayram, Burdwan, West Bengal - 742189

Corp. Off - Green, Nimtala, Baharampur, West Bengal-742189

Mobile-9232659933 / 9153563471

E-mail - barjahan33@gmail.com

website-www.seagreeage.com www.greeagebuildcon.com

ফরাক্কা ব্যারেজ ও ভাগীরথীর ভবিষ্যৎ

(১ম পাতার পর)

মিটার লম্বা) দ্বারা অবরুদ্ধ গঙ্গার জলকে শুকনো ভাগীরথীতে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল ফিডার ক্যানেল চালু হয়। তার তিন দিন আগে ফিডার খাল চালু হওয়ার বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি হয়। এই ক্যানেল দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ হাজার কিউসেক জল পাঠানো হবে – এই ছিল চুক্তি। কেননা, কলকাতা বন্দরকে সচল রাখার জন্য ঠিক এই পরিমাণ জলই দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকে দিন যত গড়াচ্ছে, আঙ্কিক হিসেব যা-ই বলুক না কেন, 'বাস্তবে' ভাগীরথীতে জলপ্রবাহের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। তার একটি কারণ, পরবর্তীকালে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জলচুক্তির জন্য বেশ কিছু জল পদ্মায় ছেড়ে দেওয়া। তাছাড়া ২০১১ সালের ২৬ জুন ১৩ নম্বর গেট এবং ৯ ডিসেম্বর ১৬ নম্বর গেট ভেঙে যাওয়ায় অপরিকল্পিতভাবে আরও বেশ খানিকটা জল বাংলাদেশে বেরিয়ে যাওয়া। ফরাক্কা ব্যারেজের জলধারণ ক্ষমতা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ঘনমিটার। ফরাক্কায় জলস্তরের উচ্চতা থাকার কথা ৭২ ফুট। কিন্তু বর্তমানে তা ৬৫.৮ ফুট। এর জন্য একমাত্র দায়ী করা হচ্ছে ১৩ ও ১৬ নম্বর গেট ভেঙে যাওয়াকে। তা কিন্তু নয়। ২.২৪ কিলোমিটার লম্বা ফরাক্কা ব্যারেজের ১০৯টি জলকপাটের মধ্যে মাত্র দুটি ভেঙে গেলে জলস্তর এত নীচে নামার কথা নয়। ১৯৭৫ এর পর থেকে একটু একটু করে ফরাক্কার জলস্তর অনেকটা নেমে গেছে। তার কারণ, গঙ্গার বুকে পলি জমে জলধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং উত্তর ভারতে গঙ্গাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা নদীপ্রকল্প। এটাই বোধ হয় গঙ্গার নিয়তি !!

তাছাড়া আরেকটি কারণ, দামোদর ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের সার্থকতা এবং ভাগীরথীর নাব্যতা কমে যাওয়া। ফিডার ক্যানেল চালু হবার সময়েই ফরাক্কা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স এবং কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ সংস্থা গঠিত হয়েছিল, যাদের উপর দায়িত্ব ছিল জঙ্গিপুর থেকে ২৪ পরগণার স্বরূপনগর পর্যন্ত ২৫৭.৬০ কিলোমিটার নদীপথে পলি অপসারণ ও নদীর নাব্যতা রক্ষার জন্য নদীস্রোতের সার্বিক পরীক্ষা করা। ওই সংস্থা এই দীর্ঘ সময় জুড়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেনি বলে ভাগীরথী ও হুগলি নদীর জলধারণ ক্ষমতা অনেক কমে গেছে।

শুধু ফরাক্কা নয়, এই প্রকল্পের অধীনে জঙ্গিপুরের কাছে আহিরণে ভাগীরথীর উপর যে-ব্যারেজটি তৈরি হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিল পদ্মার বাড়তি জল যাতে ফিডার ক্যানেলবাহিত ভাগীরথীর জলস্তরকে বিপজ্জনকভাবে বাড়িয়ে না দেয় কিম্বা শুখা মরশুমে ফিডার ক্যানেলের জল পদ্মার দিকে বেরিয়ে না যায়, তা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ব্যারেজটি উভয়দিকের জল নিয়ন্ত্রণে এখন কোনও কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না। কেননা, বর্তমানে পদ্মা-ভাগীরথীর সংযোগস্থল (স্কুল পাঠ্য ভূগোলে এখনও যা 'ধুলিয়ানের কাছে' বলেই উল্লিখিত) গিরিয়ার খেজুরতলা ঘাট থেকে আহিরণ ব্যারেজ পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার 'অব্যবহৃত' ভাগীরথীর সমতল বুকের উপর এখন ধান চাষ হচ্ছে। মাত্র ৩০/৪০ বছরে পরিপূর্ণা একটু একটু করে মজে গিয়ে সমতল জমিতে পরিণত হয়েছে। শুধু আহিরণ ব্যারেজের জল কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে পড়া কিছু জল একটা ছোট্ট খাঁড়ি বেয়ে পদ্মায় গিয়ে পড়ছে। এই মজে যাওয়া 'বাতিল' ভাগীরথী সংস্কার না হলে আহিরণ ব্যারেজের জলকপাটিকা, তার পাশেই ছোট স্টিমার পারাপারের জন্য বহু সাধের মজবুত 'লকগেট' – সবকিছুই 'ইতিহাসের দর্শনীয় বিষয়' হয়ে থেকে যাবে। পদ্মার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী ভাগীরথী যদি মজে গিয়ে সমান হয়েই যায়, তাহলে আহিরণ ব্যারেজের আর সার্থকতা কতটুকু ?

তাহলে ভাগীরথী তথা হুগলি নদীর ভবিষ্যৎ কী ? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৭৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জলচুক্তি সাক্ষরের দিনে। সেদিনের চুক্তিতে চারটি পয়েন্ট ছিল : – ১) ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল এই ১০ দিন ভারত পাবে ২০,৮০০ কিউসেক জল আর বাংলাদেশ পাবে ৩৪,৭০০ কিউসেক জল। ২) ১মে'র পর থেকে ভারত যাতে ফিডার ক্যানেল দিয়ে ৪০,০০০ কিউসেক জল পাঠাতে পারে, তারজন্য জল সরবরাহ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে। ৩) স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ফরাক্কার নীচে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ভারত কিছু পরিমাণ জল নিতে পারবে। ৪) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এই আপাত-নিরীহ শেষ বিষয়টিই আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আজ ৩৫ বছর ধরে চুক্তির এই চতুর্থ পয়েন্টটি মোটেই যৌথ গুরুত্ব পায়নি। অবশ্য ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্পের খসড়ায় ব্রহ্মপুত্রের জলকে শিলিগুড়ির কাছে তিস্তা ভেদ করে ফরাক্কা, দুর্গাপুর হয়ে মহানদী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই যা-ই হোক, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগসাধন ছাড়া গঙ্গাকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় নেই। আর গঙ্গা না বাঁচলে ভাগীরথীও বাঁচবে না। ব্রহ্মপুত্র যে-বিপুল পরিমাণ জল বহন করে, তা অনেকটা অপচয়িত হয় প্রায় প্রতিবছর আসাম ও বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যায়। সেই জল যদি গঙ্গা 'কিছুটা' পায়, তাহলে আসামের বন্যার প্রবণতা যেমন কমবে, তেমনি পর্যাপ্ত জল প্রবাহ পেয়ে ভাগীরথী তথা হুগলি নদীও উজ্জীবিত হবে, বাঁচবে কলকাতা বন্দরসহ সমগ্র কলকাতা।

হেরোইন পাচারকারীরা এখন সমাজের মাথায়

(১ম পাতার পর)

হার্ডওয়ারের হোলসেল ডিলার। কেউ বা নানা ব্যবসা ফাঁদিয়ে কেউকেটা। উল্লেখ্য, হেরোইনের প্রধান উপকরণ পোস্তর আঠা। পোস্ত ফলকে ব্লেডে কেটে আঠা বার করে নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হেরোইন প্রস্তুত করা হচ্ছে লালগোলায়। আগে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পরিমাণে পোস্ত চাষ হতো। যার ফলে পোস্তর আঠা সংগ্রহে হেরোইন প্রস্তুতকারকদের বেগ পেতে হতো না। এখন বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের নবাগত পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর জেলার দায়িত্ব নিয়েই লালগোলা সীমান্ত এলাকা থেকে কয়েক দফা কোটি কোটি টাকার হেরোইন আটক করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে আসা জালনোটের কারবারীদের বমাল গ্রেপ্তার করেন। বলতে বাধা নেই – জঙ্গিপুর মহকুমায় আজ যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, তাদের অনেকেরই কয়েক বছর আগে কিছুই ছিল না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় হেরোইন-ব্রাউন সুগার ইত্যাদি ইত্যাদি। একদম সাধারণ অশিক্ষিত পরিবার থেকে মাদকদ্রব্য পাচারের কল্যাণে আজ তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধিক ব্যবসার কর্ণধার। তাদের জীবনে উত্তরণের সোপানই হেরোইন-ব্রাউন সুগার পাচার ছাড়া অন্য কিছু না। কয়েক বছর আগে এক পাচারকারীর বাতানুকুল গাড়ীতে কোলকাতা যেতে গিয়ে স্থানীয় এক বিধায়ককে প্রচণ্ড হ্যাপা পইতে হয়। নার্কোটিক দপ্তর রাস্তায় গাড়ীটি আটক করে। শীটের নিচে ফোমের ভেতর থেকে বার হয়ে আসে কয়েকশো প্যাকেট আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। বেচারা বিধায়ক নিজের পরিচয় কার্ড দেখিয়ে, নেতাদের প্রভাবে কোন রকমে ছাড়া পান। কবুল করেন – আর নয় ওদের গাড়ীতে।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।